১৬ বছর পর গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে রাইপুর ইউনিয়নের কেএবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোট ৪৫৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রবিউল ইসলাম, হাফিজুর রহমান ও হাসিবুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন খলিলুর রহমান ও জাফর আলী।

কাউন্সিল শুরুর আগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

আয়োজক কমিটির সদস্য আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান সাতু, আমিরুল ইসলাম, কাজী মিজান মেনন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আখেরুজ্জামান, আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী।

জনসভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দাল হক।

সমাবেশ ও ভোটগ্রহণ ঘিরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচনের এমন উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

আগামীকাল সোমবার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির কাউন্সিল

অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “দেশব্যাপী তৃণমূলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিগুলো পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর ইউনিটে দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ইউনিটের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। এর লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে কাউন্সিল আয়োজন কমিটি গঠন করা হয়েছে।”

সোস্যাল মিডিয়া, ভিউ ও তরুণ প্রজন্ম

প্রত্যেক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো অন্যের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা। অতীতে মানুষ নিজের মেধা, বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব না দর্শনগত উপস্থাপনার মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় পরিবর্তনের ফলে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত পন্থাকে ব্যবহার করছে। এসব পন্থার মধ্যে অন্যতম হলো মোবাইল অ্যাপস টিকটক, ফেসবুক রিলস, ইন্সটাগ্রাম। এই সব অ্যাপসের মাধ্যমে ১৫ সেকেন্ড, ৩০ সেকেন্ড যেকোনো ভিডিও তৈরি করা যায় এবং যা খুব সহজেই তা অন্য কোনো সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা যায়। আবার অন্য কারো তৈরি করা কোনো গান বা অভিনয়ের মধ্যে ঠোঁট মিলিয়ে নিজের অভিনয়শৈলী প্রকাশ করা যায় টিকটকের মাধ্যমে।

টিকটক একটি মোবাইল এ্যাপস হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাস্তব থেকে। এদের মধ্যে উগ্রতা, অশালীনতা, অশ্লীলতা, কল্পনাপ্রবণতার মতো বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগ তৈরি করছে। অতিরিক্ত টিকটকের ব্যবহারের ফলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, বাস্তবতার প্রতিবিমুখতা, মনস্তাত্ত্বিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অবনতির মতো ভয়ানক জটিল মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পারিবারিক ও সামাজিক

পর্যায়ে।

টিকটক অ্যাপসের ব্যবহারের কারণে এমন কিছু নেতিবাচক ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ভিডিও আপলোডকারীকে জীবনের ইতি টানতে হয়েছে। প্রায়শই পত্রিকার বদৌলতে জানা যায়, টিকটক ভিডিও বানাতে যেয়ে ট্রেনে নিচে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু বা ভিডিও বানাতে যেয়ে ট্রেনে উপর থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু। প্রাইমারী স্কুলে পড়া ছাত্রী ভিডিও বানাতে গিয়ে মৃত্যু। এমন খবর হরহামেশাই শোনা যায়। বস্তুত শিশু-কিশোর, তরুণ কিংবা বৃদ্ধ কেউই বাদ পড়ছে না টিকটক আসক্তি থেকে। শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ এসব ভিডিও তৈরি কিংবা উপভোগ করতে গিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে হারিয়ে ফেলছে নিজের অজান্তেই। যে সময়ে তাদের সিলেবাস শেষ করার কথা, সে সময়টাতে তারা টিকটক নামের এই অপ্রয়োজনীয় এবং সময় অপচয়কারী প্লাটফর্মে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে।

টিকটক নতুন মিডিয়া। তরুণ সমাজ এর সঙ্গে কতটুকু কীভাবে যুক্ত সেই বিষয়গুলো দেখার আছে। পাশাপাশি এর ইতিবাচক দিকও তো আছে। আমাদের যারা নীতিনির্ধারক অনেক সময় তাদেরও বোঝাপড়ায় ঘাটতি থাকে। তারা ক্রিটিক্যালভাবেই বিষয়টা দেখে। টিকটকের সবাই মনে করে, বখাটেরাই এটা ব্যবহার করে। এটা কোন ভদ্র মানুষের কাজ না। টিকটককে যে ধরনের কনটেন্টের মধ্যে ফ্রেমিং করা হয়, টিকটক কিন্তু সেই ধরনের কনটেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। সেখানে কিন্তু ভালো কনটেন্টও থাকতে পারে। অনেকে ভালো কনটেন্টও বানাচ্ছে। সেটা মজার হতে পারে, শিক্ষামূলক হতে পারে, বিনোদনমূলক হতে পারে। সেই সুস্থ্য বিষয়টা এখানে অনেক ক্ষেত্রেই মিসিং হয়ে যায়। খারাপের দিকেই মানুষের আগ্রহ বেশি।

টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ফেসবুক, ইউটিউব সব জায়গায় এই শর্ট ভিডিও কনটেন্টের ছড়াছড়ি। বিনোদন নেওয়ার বাহানায় রিলসে ঢুঁ মারার স্বভাবও হয়ে গেছে ব্যবহারকারীদের। অথচ কয়েক সেকেন্ডের এই রিলসগুলোই কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে, মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে অজান্তে, বিষণ্নতা উপহার দিচ্ছে, মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে করছে এসব ক্ষতি হচ্ছে হচ্ছে?
সামাজিক মাধ্যমের স্ক্রলিং ক্যাফেইনের নেশার মতো। অফুরন্ত কনটেন্ট ডোপামিনের ফিডব্যাক লুপ সৃষ্টি করে। যা থেকে মনোযোগ সরানো একেবারেই সহজ নয়। এভাবে শুধু সময়ই অতিবাহিত হয় না, বরং কাজের ক্ষমতাও চলে যেতে থাকে আঙুলের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে।

আমাদের একটা দায়িত্ব আছে এবং বোঝার ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম আর সেটা শেষ হয়ে গেল, তেমন না। এখানে আমারও কিন্তু দায় আছে।

আমরা যখন কৈশোর পেরিয়েছি তখন পর্ণ বা পর্ণগ্রাফি শব্দ শুনলেই আড়ষ্ট হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন এই বিষয় নিয়ে নেই কোনো আড়ষ্টতা, নেই সহজাত লজ্জা। বরং ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে পর্ণগ্রাফিতে আসক্তির মাত্রা ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলেছে। এর কারণ হলো ইন্টারনেটে এসব ভিডিও বা অডিওর সহজলভ্যতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন ব্লগ, রিলস, টিকটক ভিডিওর উসকানিমূলক প্রচারণা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যের আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে নিজের অবস্থার সঙ্গে অহেতুক তুলনা করছি আমরা। কোনো ট্রেন্ড দেখলে তা অনুকরণ করার প্রতিযোগিতা নেমে পড়ছি? অথচ কারোর জীবনই মসৃণ নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সকলে ইতিবাচকতা তুলে ধরে। মুদ্রার বিপরীত দিকের চিত্র কখনো দেখা যায় না রিলসে। এতে করে অসন্তুষ্টি ও বিষণ্নতা জাপটে ধরছে।
তবে টিকটক রিলসের মাধ্যমে একাকিত্ব কাটানোর উপায়, ব্যবসার বিজ্ঞাপন, পণ্যের প্রচার, সচেতনতামূলক তথ্য পাওয়া যায় তা মানতে হবে। তবে এটির বিনিময়ে ইনফ্লুয়েন্সার, ভøগারদের কনটেন্ট আমাদের থেকে যে প্রতিদান নিচ্ছে তা বিস্তর বটে। আদান-প্রদানের এই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আগেই বাস্তবতা প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে। যতটুকু সম্ভব কাজে ব্যস্ত থেকে রিলসের আসক্তি এড়িয়ে চলতে হবে। মনে রাখবেন, সুন্দর মেকি জীবন নয়, অসুন্দর বাস্তবতাই আমাদের সঙ্গী। বর্তমান সময়ে আমাদের আপন সমাজের কেমনতর অবয়ব তা সচেতন সামাজিক মাত্রেরই জানা। তথাপি নানাবিধ অপরিহার্য ব্যস্ততা হেতু আপন স্বার্থেই আপন চেহারা অবলোকন করে নেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শিক্ষার্থী ওই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি থেকেও বই পড়েনা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শরিফুল ইসলাম জানান- আমরা নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করার জন্য আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করি। শিক্ষকদের প্রতি রাস্ট্রিয় নির্দেশ রয়েছে কোন শিক্ষার্থীর সাথে উচ্চস্বরেও কথা বলা যাবেনা। ফলে শিক্ষার্থীদের শাসনের মধ্যে আনা যায় না। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভাস গড়ে তোলাসহ শিক্ষকদের অনেক নির্দেশই উপেক্ষিত থেকে যায়।

মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিনের বয়ানে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে আর বই রাখার আলমারি শোভা পায় না। লাইব্রেরির চেয়ারে বসে বই পড়ার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অবসর সময় ঢুকে গেছে ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়, টুইটারের কলরবে ইনস্টাগ্রাম নামক অনলাইনে। আমাদের মনের মগজ দখল করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিভাইস।

আমাদের দেশের লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হবার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ক এলিয়েট জাকার বার্গের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই মাধ্যমটি এখন বিশে^র কোটি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে নীল দুনিয়া মাধ্যমগুলো।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সভাপতি মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও যুগান্তর প্রতিনিধি

বর্তমান সংবাদমাধ্যম ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্ভাবনা

বর্তমান সময়ে ঝুঁকির কেন্দ্রে অবস্থান করছে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম। জুলিয়ান এসাঞ্জ থেকে জামাল খাশোগি, মিয়ানমারের সাংবাদিক ওয়া লোন এবং কিয়াও সোউ থেকে সাগর- রুনি। যারা নিজেদেরকে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে রেখে অনন্য সাংবাদিকতার নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্টাইনে দায়িত্বশীল সাংবাদিক নিধনের ভয়াবহতা বিশ্বকে ভীষণভাবে নাড়া

দিয়েছে।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের এই মাধ্যমটি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। পরতে পরতে যেমন রয়েছে হলুদ সাংবাদিকতার ঘেরাটোপ, কর্পোরেট আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে পড়ার উদাহরণ। তেমনই রয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টান্তও। দেশি -বিদেশি সংবাদযোদ্ধাদের নির্ভীক দায়িত্বশীলতার কারণে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বৈশ্বিক সমর্থন সহজ হয়েছিল। আবার একাত্তর পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো বস্তুনিষ্ঠতার পরিসর সৃষ্টি করতে না পারাই বিভিন্ন আকৃতির ফ্যাসিবাদেরও উত্থান হয়েছে।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব কেবল বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে সক্ষম হওয়া নয় বরং পাঠকের মনে ইতিবাচকতাকে সংক্রমিত করা, জনগণকে সজাগ করে তোলা। বিশেষভাবে অনাধুনিক ও চিন্তাগতভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে।
বাংলাদেশের গণমাধ্যম দুটি মোটা দাগে বিভক্ত। একভাগের কাজ হলো ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলের হয়ে ক্ষমতামুখি গতিস্রোত তৈরি করা। অন্যভাগে ক্ষমতার পক্ষে অবস্থান করে সুবিধা গ্রহণ আর ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার নির্লজ্জ প্রবাহ তৈরি। যার ফলে এখানে নজিরবিহীন দুর্নীতির রেকর্ড তৈরি হয়েছে। কেবলমাত্র সংবাদমাধ্যমের নির্লিপ্ততায় অনেক মন্ত্রী এমপিসহ কর্মকর্তা কর্মচারীরা লাগামহীন দুর্নীতির সুযোগ পেয়েছে। আল-জাজিরার অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত না হলে হয়তো জানাই যেতোনা জেনারেল আজিজ ও তার ভাইদের কীর্তি কিংবা সাবেক ভূমিমন্ত্রীর লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৩৬০ টা বাড়ি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অগাধ সম্পদের ফিরিস্তি।

বিশ্বস্ত গণমাধ্যমের অভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনমত গঠনের পর্যায়প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শাসকের চোখে চোখ রেখে চেতনার কোন স্ফুলিঙ্গ সংবাদমাধ্যম গুলো জ্বালতে পারেনি। বরং ক্ষেত্রবিশেষ গণতান্ত্রিক চর্চায় প্রতিকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ধারণায় যুক্ত করা সময় বিবেচনায় অনিবার্য। কিন্তু মানবতার পরিধির ধারণা কেবল স্বদেশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বজনীন। সংবাদ মাধ্যমকে দেশকাল ধর্মের ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম যদি গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল বা উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে তখন তার সম্ভাবনাময় আদর্শিক জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উগ্র

দেশপ্রীতিও অন্য দেশের মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অশান্ত করে রেখেছে দশকের পর দশক।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন পোর্টালে যে তর্কযুদ্ধ বা সংবাদ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে তা দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। এজন্য গণমাধ্যমকে পেরিয়ে যেতে হয় দেশ কালের সীমা।

গণমাধ্যমের এমন দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পশ্চাদপদ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের ভবিষ্যৎ কি? এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক। মারাত্মকভাবে বিভাজিত এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলা, মানুষের বুকের স্পন্দন ও অপ্রাপ্তির দীর্ঘশ্বাসকে অনুবাদ করে প্রকাশ করা এ কঠিন কর্মযজ্ঞ। তার উপরে রয়েছে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মতো কঠিন বিষয়। মেহেরপুর প্রতিদিনের সপ্তম বর্ষ পেরিয়ে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ একটি বিস্ময়। এটি টিকে আছে কেবল কয়েকজন মানুষের শ্রম ও আন্তরিক পরিচর্যার কারণে। সংবাদমাধ্যমের টিকে থাকা সহজ হয় তখনই যখন সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করতে পারে। সামাজিক অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেখান ব্যক্তির একক লড়াই অসম্ভব, সেখানে সংবাদমাধ্যম সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
মানুষের কন্ঠস্বর হয়ে প্রতিবাদের ভাষা জোরালো করে। সংবাদমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যেমন সহযোগিতা করে তেমনি জনগণকেও তার দায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যে কাজটি মেহেরপুর প্রতিদিন সাবলীলতার সাথে করে চলেছে। আর তার টিকে থাকার কারণও সেটি। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রয়োজনে নয় বরং সকলের প্রয়োজনেই এর বেঁচে থাকা জরুরি। এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে দ্রুত জাগরিত হোক।
মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্য শুভকামনা।

লেখক: শিক্ষক , কবি ও উপস্থাপক।

শুভেচ্ছা-ভালবাসায় সিক্ত ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’



প্রতিষ্ঠার ৮ম বছরে পদার্পণ
উপলক্ষে মেহেরপুর প্রতিদিনকে
শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত
করেছেন শুভাকাক্সক্ষীরা। তাঁরা
বলেছেন, সত্য তথ্য পরিবেশনের
মাধ্যমে মেহেরপুর প্রতিদিন এখন
জন-জীবনের অংশ। ৭ বছর ধরে পাঠক
মেহেরপুর প্রতিদিন ওপর আস্থা
রেখেছেন, এটাই সংবাদমাধ্যমটির বড় অর্জন।

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি মিলনমেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানস্থল। আগত অতিথিরা শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, জনমানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণেই পত্রিকাটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিন কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে না। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে পত্রিকাটি সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে-এমনটাই প্রত্যাশা তাদের।

৭ বছর পেরিয়ে গতকাল শনিবার ৮ বছর পদার্পনে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, কবি সাহিত্যিক, পাঠক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। অনেকে ই-মেইল ও হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা ফুল, কেক ও মিষ্টি নিয়ে এসে শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও



ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব চান্দুর সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা জানাতে মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি ও
কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী
কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন বলেন,
মেহেরপুর প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে
প্রধান অবস্থান ধরে রেখেছে।
বর্তমানের কঠিন অবস্থার মধ্যেও
সত্যের জায়গায় রয়েছে। মানুষ কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, এই বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি মেহেরপুর প্রতিদিনের ৮ বছরের সবচেয়ে বড় অর্জন।

জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘পাঠক হিসেবে মনে করি, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতা মেহেরপুর প্রতিদিনে হয়।’ তিনি বলেন, ‘মেহেরপুর প্রতিদিন গুণমান ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াবে, সেই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর প্রতিদিন নিজের জীবনধারার অংশ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। তিনি বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন পুরো পরিবারের পত্রিকা। এই এলাকার মানুষের কাছে বিশ্বস্ত গণমাধ্যম। পত্রিকাটি দীর্ঘ ৮ বছরে সাংবাদিকতাকে অনন্য স্থানে নিয়ে গেছে। সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে পাঠক মেহেরপুর প্রতিদিনের ওপর নির্ভর করে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন ৭ বছরে অতিক্রম করেছে। এই সাত বছরে মেহেরপুর প্রতিদিন কোন ক্ষমতার কাছে, কোন কর্পোরেটের কাছে নত হয়নি। বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। আগামীতে তারা ধারা অব্যাহত রাখবে।

সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক ড. গাজী রহমান বলেন, সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায়, তা ধারণ করে মেহেরপুর প্রতিদিন। মেহেরপুর প্রতিদিনে পাঠকপ্রিয়তা ও আস্থার জায়গা ধরে রাখতে হবে।

জেলা আইনজীবী সমিতি মেহেরপুর সভাপতি মারুফ বিজন বলেন, গণতন্ত্রের তিনটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলা হয়। কিন্তু গণতন্ত্র কখনোই তার

চতুর্থ স্তম্ভ ছাড়া চলতে পারে না। আর সেই চতুর্থ স্তম্ভই হলো স্বাধীন সংবাদপত্র। স্বাধীন সংবাদপত্র মানেই হলো স্বাধীন দেশে জনগণের অধিকারের কথা বলা। মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুরের ১০ লক্ষ মানুষের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়েছে। আমি আশাকরি মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিস্টরা তাদের সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে জনগণের অধিকারের কথা তুলে ধরবে।

ব্যবসায়ী নেতা আনোয়ারুল হক কালু বলেন, সমাজের যে কোনো অসঙ্গতি যথাযথভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন।

শুভেচ্ছা জানাতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, যুগ্ম আহবায়ক সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, অ্যাড নজরুল ইসলাম, অ্যাড, মিজানুর রহমান, মেহেরপুর চেম্বার অফ কমার্সের নির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল হক কালু, কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ ফোরকান আলী, মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন, প্রচার সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জিয়ারুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান, ব্যবসায়ী আজিরুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও লেখক নুরুল আহমেদ, সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহিদুল ইসলাম, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এমদাদুল হক, শিক্ষক জিয়াউর রহমান, ইমাম সাইফুল ইসলাম, কাথুলী ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, দর্শনা প্রতিনিধি আহসান হাবীব মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা প্রতিনিধি ফরহাদ হোসেন, দামুড়হুদা প্রতিনিধি রাকিবুল ইসলাম এবং আইটি বিশেষজ্ঞ মুন্ত্রী জাহাঙ্গীর জিন্নাত হিরক, গাংনী প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান শেরখান, মুজিবনগর প্রতিনিধি সানোয়ার হোসেন ডালিম, স্টাফ রিপোর্টার পলাশ আহমেদ, স্টাফ রিপোর্টার সাকিব হাসান রুদ্র, ডি এম মোকিদ, ডেস্ক ইনচার্জ মোঃ রাফি হাসান, ইয়াসির ইউসুফ ইমন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতা পথিকৃৎ রামগোপাল - তারিক-উল ইসলাম

মেহেরপুরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ আসলে অবধারিতভাবে আসে দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)-এর নাম। সমসাময়িকদের নিয়ে আলোচনায় অলক্ষে থেকে যায় আরও কয়েকটি নাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রামগোপাল সান্যাল (১৮৫০ – ১৯২১)। তিনি একাধারে লেখক, সাংবাদিক ও শিক্ষক ছিলেন। শহর মেহেরপুর তাঁর জন্মস্থান, কৃষ্ণনগর ও কলকাতা ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। মেহেরপুরের গদ্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁকে বলা যায় পথিকৃৎ।

দীনেন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রমোহনের পাশাপাশি মেহেরপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী লেখক ও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬-১৮৯২), পদাবলী সংগ্রাহক, লেখক ও মাসিক ‘জ্যোৎস্না’ পত্রিকার সম্পাদক রমণীমোহন মল্লিক (১৮৬৬-১৯০৫), রাধাকা›তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী নলীনীকান্ত চট্টোপাধ্যয়-স্বামী নিগমানন্দ (১৮৮০-১৯৩৫), গাঁড়াডোবে জন্মগ্রহণকারী মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন (১৮৭০- ১৯৩৭), এমনকি মেহেরপুর শহরের জমিদার, লেখক দীননাথ মুখোপাধ্যায় নাম উচ্চারিত হলেও রামগোপাল থেকে গেছেন আলোচনার বাইরে। মেহেরপুরের বাড়িবাঁকায় জন্মগ্রহণকারী কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১৭৯১- ১৮৪৫)-কে নিয়ে আলোচনা হয়। মেহেরপুর শহরে বসবাসকারী কবি কৃষ্ণহরি দাস (আঠারো শতক)-কেও আনা যায় আলোচনার পাদপিঠে। দীননাথ মুখোপাধ্যায় (উনিশ শতক)-এর বই বই ‘জমীদারী বিজ্ঞান’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে হুগলীর বুধোদয় প্রেস থেকে। কিন্তু তিনিই যে মেহেরপুরের লেখক ও

প্রভাবশালী জমিদার দীননাথ মুখোপাধ্যায়, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। মেহেরপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী লেখক-সাংবাদিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন বসুমতি পত্রিকার সম্পাদক এবং করিমপুরের জামশেদপুরে জন্মগ্রহণকারী কবি-সাংবাদিক যতীন্দ্রমোহন বাগচী ছিলেন মানসী পত্রিকার সম্পাদক। মেহেরপুর শহরের বলরাম হাড়ি (১৮২৫-১৮৯০) সম্প্রদায়ের গানও থাকে আলোচনায়।

লেখক- সাংবাদিক রামগোপাল সান্যালের বিষয়ে জানা যায় অলক রায় সম্পাদিত রামগোপাল সান্যালের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ‘রেমিনিসেন্স অ্যান্ড অ্যানিকডট অব আ গ্রেট ম্যান অব ইন্ডিয়া’ (১৮৯৪, ১৮৯৫)-এর সম্পাদকীয় ভ’মিকা থেকে। এতে রামগোপালের লেখক জীবনী তুলে ধরা দেয়া হয়েছে। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের ‘সাংবাদিক- কেশরী হরিশচন্দ্র’ (১৯৬০) গ্রন্থে সেই তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, রামগোপাল সান্যালের জন্ম মেহেরপুর। ১৮৫০ সালের কয়েক বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সান্যাল। তাঁরা বাস করতেন নদীয়ার জেলা সদর কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি অঞ্চলে। কৃষ্ণনগরেই তাঁর লেখাপড়া। সেখান থেকেই এন্ট্রান্স ও এফ এ পাশ করেন। বিয়েও করেন কৃষ্ণনগরে। প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর ভাই শ্রীপদ লাহিড়ীর কন্যা মনমোহিনী দেবী তাঁর প্রথম স্ত্রী। মনমোহিনীর অকাল মৃত্যু হয়। এরপর রামগোপাল রাজুবালা দেবীকে বিয়ে করেন। তিনিও কিছুদিন পর মারা যান।

এরপর আর বিয়ে করেননি। সম্ভবত তাঁদের কোনো সন্তানও ছিল না। লেখাপড়া শেষে রামগোপাল স্কুলের শিক্ষকতা দিয়ে পেশাজীবন শুরু করেন। সেই সাথে মফস্বল সাংবাদিকতা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি কৃষ্ণনগরের এ ভি হাই ইংলিশ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ছাত্র ছিলেন। এ ভি হাই ইংলিশ স্কুলের পর তিনি চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মোমজোয়ানি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শেষে উড়িষ্যার সম্বলপুর হাই স্কুলে যোগ দিয়ে শিক্ষকতাজীবন শেষ করেন। যৌবনে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রে মফস্বল সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৮৩ সালের ৪মে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর অবিচারের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর শহরে তিনিই প্রথম প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করেছিলেন। বৃত্তি পরিবর্তনের অল্প দিনের মধ্যেই ১৮৯০ সাল বা তার কিছু আগে কলকাতার তালতলা অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস এবং সেই সঙ্গে

সম্পূর্ণভাবে সাংবাদিকতার বৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রথম কয়েকবছর তিনি বেঙ্গলি পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। তারপর ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। এই পত্রিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল এক দশক বা তারও বেশি। ১৯২১ সালে রামগোপাল সান্যাল মারা যান।

বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা রামগোপাল সান্যালের ছয়টি বইয়ের বিষয়ে খোঁজ পাওয়া যায়। এগুলো হলো- বাংলায়: ১. হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী (১৮৮৭), ২. বাবু কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (১৮৯০)। ইংরেজিতে:১. দ্য লাইফ অব দ্য অনারেবল ক্রিস্টোদাস পাল বাহাদুর সি.আই.ই (১৮৮৬), ২. হিস্টোরি অব দ্য সেলিব্রেটেড ক্রিমিনাল কেসেস অ্যান্ড রিজল্যুশন্স রেকর্ডেড দেয়ার অন বাই বোথ প্রভিন্সিয়াল সুপ্রিম গভর্নমেন্টস (১৮৮৮), ৩. আ জেনারেল বায়োগ্রাফি অব বেঙ্গল সেলিব্রেটিস বোথ লিভিং অ্যান্ড ডেড (১৮৮৮) ও ৪. রেমিনিসেন্স অ্যান্ড অ্যানিকডট অব আ গ্রেট ম্যান অব ইন্ডিয়া (দুই খণ্ড Ñ ১৮৯৪, ১৮৯৫)। এসবই প্রধানত জীবনীগ্রন্থ।

এর মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী নিয়ে বাংলায় প্রথম লেখা কোনো বই। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) ছিলেন ‘হিন্দু প্যাটিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বলা হয় ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক।

লেখক: কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক, ঢাকা।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিতে রয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, “স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির পেছনে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, যার ফলে এ দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।”
তিনি বলেন, “দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতি বেড়েছে।”

আজ শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, “খুব বেশি দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে এমন কয়েকটি খাতের মধ্যে স্বাস্থ্যখাত অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনার দোষ নয়, বরং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বিষয়টি অনেক দূর গড়িয়েছে।”

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আপনারা সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করছেন যাকে বলে পাবলিক অফিস। এই পাবলিক অফিসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।”

তিনি আরও বলেন, “দীর্ঘদিন দেশে গণতন্ত্র ছিল না। গণতন্ত্র না থাকার ফলে সমাজে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা দিয়েছে দুটি জিনিসে, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। এটা হয়তো রাজনৈতিক বক্তব্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আসলে রাজনৈতিক নয়।”

“আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝি কেবল একটি নির্বাচন, কিন্তু সভ্য সমাজে গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রে প্রবেশের দরজা। প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এই দুটি ছাড়া কোনো আধুনিক সমাজ টিকে থাকতে পারে না,” যোগ করেন মনির হায়দার।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান।
এতে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

“নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে করণীয়” বিষয়ক এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১ দিনের সরকারি সফরে সড়ক পথে আজ সকালে তিনি নিজ জেলা মেহেরপুরে আসেন।

মেহেরপুরে হার পাওয়ার প্রকল্পের ল্যাপটপ বিতরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত ‘হার পাওয়ার’ প্রকল্পের আওতায় মহিলা কল সেন্টার এজেন্ট ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসা মিলনায়তনে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: খায়রুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার সুব্রত কুমার বিশ্বাস।

ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জান্নাতুল ফেরদৌস ও সোনিয়া আক্তার।

উল্লেখ্য, ছয় মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ২৫ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যেই এই ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা

মেহেরপুর পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)-এর সম্মিলিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রেসক্লাবের হলরুমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এবং এফসিডিও’র অর্থায়নে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিএফজি সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্নার সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন্নেসা নয়ন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদ্য নির্বাচিত আহ্বায়ক ও পিস অ্যাম্বাসেডর আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দীন, সাবেক কাউন্সিলর রোকসানা কামাল রুনু, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. আল মাসুম, এডভোকেট আমানুল্লাহ আমান, বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার মুক্তা, জাতীয় পার্টির মামলত হোসেন, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি সঞ্জিত পাল বাপ্পিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পিএফজি’র গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. খোরশেদ আলম। এমআইপিএস প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করেন এলাকা সমন্বয়কারী এস.এম. রাজু জবেদ।

এ সময় পিএফজি’র সমন্বয়কারী ও মাঠ সমন্বয়কারী মো. আশরাফুজ্জামান বিভিন্ন রেজ্যুলেশন ও সামষ্টিক কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সভায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, পৌরসভা কেন্দ্রিক পিস ইভেন্ট এবং পিএফবিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পৃথক কমিটি গঠন করা হয়, যারা আগামী দিনে পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।